ড্রামসীডার দিয়ে বোনা ধানে আগাছা দমন

ড্রামসীডার দিয়ে বপন করুন
অধিক ফসল ঘরে তুলুন

ফ্যাক্ট শীটঃ ধান চাষাবাদ পদ্ধতি

ভূমিকা

বাংলাদেশে ড্রামসীডার দিয়ে সরাসরি ধান বপন পদ্ধতি দ্রুত জনপ্রিয় হচ্ছে। আমদানীর পাশাপাশি দেশের অভ্যন্তরে ড্রামসীডার তৈরিও হচ্ছে। আগাছা দমনই ড্রামসীডার পদ্ধতির অন্যতম প্রধান সমস্যা। বোনা ধানের আগাছা সমস্যা সাধারণত এলাকা কেন্দ্রিক একটি সমস্যা। সকল অঞ্চলে এবং সকল জমিতে আগাছার উপদ্রব একই মাত্রার নয়। ধানের ফলন বাড়াতে এবং ভবিষ্যৎ আগাছার বংশ বৃদ্ধি রোধকল্পে আগাছা দমন করতে হবে।

ভিডিও - ড্রামসীডার

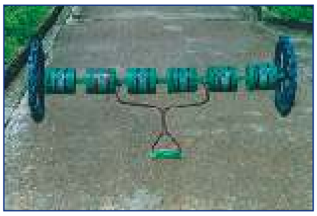

দমন পদ্ধতি

আগাছা দমন পদ্ধতি প্রধানত দুই রকম :

- পরোক্ষ পদ্ধতি
- প্রত্যক্ষ পদ্ধতি

পরোক্ষ পদ্ধতি

উন্নত মানের বীজ ব্যবহার :
বীজ অবশ্যই মিশ্রণমুক্ত (অন্য জাত এবং আগাছা বীজ থেকে) হওয়া চাই। আগাছাযুক্ত বীজ ব্যবহার আগাছার প্রার্দুভাবের অন্যতম কারণ।

জমি বাছাই ও উত্তম রূপে জমি প্রস্তুত করা :
সাধারণত আগাছা কম জন্মে এমন জমি বাছাই করতে হবে। উত্তম রূপে জমি তৈরি করা আগাছা দমনের প্রধান উপায়। সময়মত চাষ ও মই দিয়ে আগাছা পচিয়ে নিতে হবে।

ড্রামসীডার দিয়ে চাষের জন্য আগাছা মুক্ত জমি নির্বাচন করা দরকার। সকল জমিতেই আগাছা সমানভাবে জন্মে না। সাধারণত এক ফসলী নিচু জমিতে আগাছা কম হয়।

যথাযথভাবে বীজ বপন এবং পর্যাপ্ত পরিমাণে চারা উৎপাদন :
ঘন ধানের জমিতে আগাছা কম হয়। ফাঁকা জায়গা চারা দিয়ে ভরে দিতে হবে।

সেচ ব্যবস্থাপনা :
ড্রামসীডার দিয়ে কাদাময় জমিতে বীজ বোনার পর কিছুদিন পানি দেওয়া হয় না বিধায় সাধারণতঃ আগাছা বেশী হয়। তবে চারা বড় হওয়ার পর দাঁড়ানো পানি রাখলে আগাছা কম হয়।

ব্রি
বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট

আরো তথ্যের জন্য :
ড. মো: মোশাররফ হোসেন, মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ও প্রধান, ফলিত গবেষণা বিভাগ,
বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট, গাজীপুর-১৭০১ ই-মেইল ঃ ardbrri@dhaka.net

সহযোগিতায়: আন্তর্জাতিক ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট

অধিবেশন ১: মডিউল ৫
ফ্যাক্ট শীট ৩

প্রত্যক্ষ পদ্ধতি

হাতে নিড়ানি : এ পদ্ধতি সর্বাধিক কার্যকর কিন্তু অদক্ষ এবং ব্যয়বহুল পন্থা। ২-৩টি নিড়ানি যথেষ্ট।

যান্ত্রিক পদ্ধতি : ব্রি উইডার দিয়ে সহজে আগাছা দমন করা যায়। ব্রি উইডার ড্রামসীডারের সাথে সমন্বিত করা হয়েছে (১২ সেন্টিমিটার প্রস্থ)।

আগাছানাশক ব্যবহার

- ধান চাষে আগাছা নাশকের (herbicides) ব্যবহার বাড়ছে।
- সর্তকতার সাথে আগাছানাশক ব্যবহার করতে হবে।
- ২০-২৫ মিলিলিটার রনস্টার বা ১০-১২মিলিলিটার রিফিট (১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে) প্রতি ৫ শতক জমিতে প্রয়োগযোগ্য।
- বোরো মৌসুমে বপনের ৭-১০ দিনের মধ্যে জমিতে ছিপছিপে দাঁড়ানো পানি থাকা অবস্থায় প্রয়োগ করতে হয় এবং এর পরও ৪-৫ দিন ছিপছিপে পানি রাখতে হবে।
- আউশ ও আমন মৌসুমে ৪-৫ দিনের মধ্যে আগাছা নাশক ব্যবহার করা ভাল।

উপসংহার

- ড্রামসীডার দিয়ে ধান চাষে আগাছাই প্রধান সমস্যা হতে পারে। তবে আগাছা এলাকা কেন্দ্রিক সমস্যা।
- সাধারণত নিচু জমি এবং এক ফসলী জমিতে আগাছা কম হয়। যে জমিতে আগাছা কম হয় সেখানেই ড্রামসীডার পদ্ধতি ব্যবহার করুন।
- উন্নত মানের মিশ্রণমুক্ত বীজ ব্যবহার, উত্তম রূপে জমি প্রস্তুত এবং সুষ্ঠু পানি ব্যবস্থাপনা ধান ক্ষেত আগাছামুক্ত রাখার সহায়ক।
- যান্ত্রিক পদ্ধতিতে ব্রি উইডার ব্যবহার করে বোনা ধানে আগাছা দমন সহজ।
- প্রয়োজনে আগাছা নাশক ব্যবহার করা যেতে পারে, তবে তা সর্তকতার সাথে করতে হবে। সময়, মাত্রা এবং পানি ব্যবস্থাপনা এক্ষেত্রে খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

গাজীপুরের বোর্ড বাজার এলাকার চাষীরা ড্রামসীডার দিয়ে বোনা ধানে মাত্র দুটি হাত নিড়ানি দিয়েই সুফল পেয়েছেন।

ব্রি
বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট

আরো তথ্যের জন্য :
ড. মো: মোশাররফ হোসেন, মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ও প্রধান, ফলিত গবেষণা বিভাগ, বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট, গাজীপুর-১৭০১ ই-মেইল ঃ ardbrri@dhaka.net

সহযোগিতায়: আন্তর্জাতিক ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট